Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/13/2026 1:45 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৮ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ১৩ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা রয়েছে

24/7 EMERGENCY SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট

(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 /8637023374 / 8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/13/2026 1:45 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৮ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ১৩ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ভারতের পর অন্য দেশগুলিকেও রুশ তেল কেনার 'অনুমতি' দিল আমেরিকা

গ্যাসের আকালে জেরবার বাংলা! ব্যবসা শিকেয়, বন্ধ হোম ডেলিভারিও

ভোটে নিরাপত্তা নিখুঁত করতে পদক্ষেপ কমিশনের, পুলিশের গতিবিধিতেও বাড়ছে নজরদারি?

বন্ধ 'মা ক্যান্টিন' থেকে স্কুলের মিড-ডে মিল

গ্যাস-সংকটে সংসদ চত্বরে প্রতিবাদে মহুয়ারা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রান্নার গ্যাসের তীব্র সঙ্কটে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে রাজ্যের জনজীবন। আড়াই দিনে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি স্রেফ কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। অভিযোগ, বুকিং করার আট-দশ দিন পেরিয়ে গেলেও মিলছে না সিলিন্ডার। হাহাকার বাড়ছে মধ্যবিত্তের হেঁশেলে। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রকে বিঁধতে শুক্রবার সংসদ চত্বরে সরব হলেন তৃণমূলের মহিলা সাংসদেরা। একদিকে যখন সুন্দরবনের কয়েক হাজার মৎস্যজীবী ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে যেতে পারছেন না, অন্যদিকে তখন স্তব্ধ হওয়ার মুখে সরকারি 'মা ক্যান্টিন' এবং স্কুলের মিড-ডে মিল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ময়দানে নামলেও কালোবাজারির দাপটে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের দাবি ছিল, সিলিন্ডার বুক করার আড়াই দিনের মধ্যে গ্রাহকের দুয়ারে গ্যাস পৌঁছে যাবে। শুক্রবার সেই দাবিকে কার্যত 'চ্যালেঞ্জ' ছুঁড়ে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর সাফ কথা, 'দেশে এলপিজি-র সঙ্কট চলছে। মানুষ আতঙ্কিত। গ্যাসের জন্য এখন লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। সরকার বলছে, আড়াই দিনে সিলিন্ডার পাওয়া যাবে। কিন্তু আদতে তা হচ্ছে না। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের চ্যালেঞ্জ করছি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখুন পরিস্থিতি কী। আমাদের প্রধানমন্ত্রী গত পাঁচ দিন সংসদে আসেননি। তিনি কেরলে ভোটের প্রচার করে চলেছেন।'

একই সুরে বিক্ষোভ দেখান মিতালী বাগ, জুন মালিয়া, দোলা সেন, শতাব্দী রায় ও মালা রায়েরা। মিতালী বলেন, 'যে ভাবে হঠাৎ করে এলপিজি গ্যাস গায়েব হয়ে গেল, তাতে মানুষের হেঁশেলে নাভিশ্বাস উঠছে। মিড ডে মিল থেকে শুরু করে বাড়ির রান্না, সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সংসদে আসছেন না। তাই আমরা সংসদের বাইরে প্রতিবাদ করছি। মানুষ তো না খেয়ে বাঁচতে পারবে না! সঙ্কটের ছায়া সবথেকে দীর্ঘ হয়েছে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবনে। ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে বেরোতে গেলে অন্তত ১৫ দিনের গ্যাসের জোগান প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের অভাব এবং কালোবাজারির জেরে মাথায় হাত রতন দাসের মতো শত শত মৎস্যজীবীর। গত মঙ্গলবার তাঁদের ট্রলার নিয়ে বেরোনোর কথা থাকলেও গ্যাসের অভাবে তা বাতিল করতে হয়েছে।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, গ্যাস না মেলায় ফের ম্যানগ্রোভ কেটে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার শুরু হতে পারে। বসিরহাট পুর এলাকার পুরাতন বাজারের 'মা ক্যান্টিন' গ্যাসের অভাবে তিন দিন ধরে বন্ধ। প্রতিদিন যে তিনশো মানুষ সেখান থেকে সস্তায় খাবার সংগ্রহ করতেন, তাঁরা বিপাকে পড়েছেন।

বহু সরকারি স্কুলে বাধ্য হয়ে কাঠের উনুনে মিড-ডে মিল রান্না হচ্ছে। শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভ মন্দিরে ভোগের মেনুতেও কাটছাঁট করা হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন, ভোগের সঙ্গে আগের মতো ভাজাভুজি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।বিরাটির বাসিন্দা ঝুমা বারুইয়ের অভিজ্ঞতাও ভয়াবহ। গত ১০ মার্চ অনলাইনে বুকিং করেও মেসেজ পাচ্ছেন না তিনি। গ্যাস অফিসে গেলে জানানো হচ্ছে, রাত ১০টার পর ফের চেষ্টা করতে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে নদীয়া; সর্বত্র একই ছবি। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার গুদাম খালি হয়ে যাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। জয়নগরে আবার রান্নার সিলিন্ডার থেকে সরাসরি অটোতে গ্যাস ভরার অবৈধ কারবার চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের নজরদারির অভাবে দ্বিগুণ দামে বাণিজ্যিক গ্যাস বিক্রি হচ্ছে কালোবাজারে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিস্থিতির জন্য পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। তাঁর দাবি, 'কিছু মানুষ অযথা আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা আদতে দেশের ক্ষতি করছেন।' তিনি রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে রাজ্যগুলিকে গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে তৎপর হওয়ার অনুরোধ করেছেন। পাল্টা তৎপরতা শুরু করেছে নবান্ন। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার এলপিজি নিয়ে এসওপি জারি করার পর শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সিতে হানা দিচ্ছেন ইবি আধিকারিকেরা। মজুত গ্যাসের হিসেব খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এজেন্সির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছেন তাঁরা। তবে নজরদারি বাড়লেও আগুনের দাম দিয়েও সময়মতো গ্যাস না পেয়ে আমজনতার ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। ছবি সোশ্যাল মিডিয়া।

শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে মেগা প্ল্যান কমিশনের,

২৯৪ আসনেই থাকবে হাই-প্রোফাইল নজরদারি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ছক কষছে নির্বাচন কমিশন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে এবার পর্যবেক্ষকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের ২৯৪টি আসনের প্রায় প্রতিটিতেই এক জন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতিটি কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের কাজও বৃহস্পতিবার সম্পন্ন করেছে কমিশন। দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আন্ডার সেক্রেটারি শক্তি শর্মা এই সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তালিকা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছে পাঠিয়েছেন। কমিশন সূত্রে খবর, ২০২১ সালের নির্বাচনে ২৯৪টি আসনের জন্য সাধারণ পর্যবেক্ষক ছিলেন মাত্র ১৬০ জন। অর্থাৎ, এক এক জন আধিকারিককে একাধিক কেন্দ্রের দায়িত্ব সামলাতে হয়েছিল। এবার সেই ধারায় বদল এনে নজরদারি নিশ্ছিদ্র করতে চাইছে কমিশন। শুধুমাত্র যে সব কেন্দ্রে বুথ সংখ্যা কম, সেখানে এক জন পর্যবেক্ষক একাধিক কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকতে পারেন। সাধারণ পর্যবেক্ষকের পাশাপাশি পুলিশ এবং আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নজরদারির আধিকারিকদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হচ্ছে। গতবার রাজ্যে ৩৭ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক ছিলেন, এবার সেই সংখ্যাও অনেক বাড়বে। মূলত ভোট চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অশান্তি রুখতেই এই বাড়তি সতর্কতা। অন্যদিকে, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রেও এবার বড়সড় চমক দিয়েছে কমিশন। অতীতে ডিএমডিসি পদমর্যাদার আধিকারিকদের এই কাজে লাগানো হলেও এবার শুধুমাত্র উচ্চপদস্থ আধিকারিকদেরই বেছে নেওয়া হয়েছে। এ বছর ১৫২টি কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার

হিসেবে বসানো হয়েছে মহকুমাশাসক বা সমমানের অফিসারদের। তালিকায় রয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা পরিষদের সচিব ও জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক স্তরের আধিকারিকরা। সম্প্রতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে এসে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, রিটার্নিং অফিসার হতে হবে ন্যূনতম মহকুমাশাসক পদমর্যাদার। সেই নির্দেশ মেনেই সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর সুপারিশে এই তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। বাংলার ভোটের ইতিহাসে হিংসা ও অশান্তির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। গত বিধানসভা নির্বাচনেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছিল। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আগেভাগে কোমর বাঁধছে কমিশন। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইআর' প্রক্রিয়ার কাজও বর্তমানে বিচারকদের তত্ত্বাবধানে দ্রুত গতিতে চলছে। কমিশনের লক্ষ্য একটাই,কোনো ফাঁক না রেখে স্বচ্ছ নির্বাচন উপহার দেওয়া। প্রশাসনিক স্তরে এই রদবদল এবং নজরদারি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সেই লক্ষ্যেই বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

Naya Jamana Evening Edition..........9 October....addddddd..._Layout 1 3/13/2026 1:45 PM Page 3

শয়তান’ কি শীঘ্রই আবির্ভূত হবে?

বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক করলেন ক্যাথলিক পুরোহিত

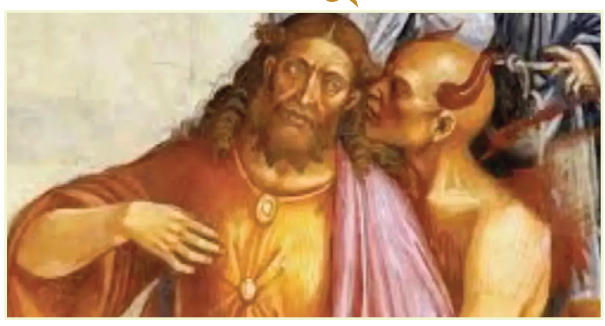

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে নতুন করে আলোচনায় এসেছে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের এক রহস্যময় চরিত্র;অ্যান্টিক্রাইস্ট। খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী, এই ব্যক্তি হবেন ভগবান যীশুর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র, যিনি শেষ সময়ের আগে মানুষকে তাদের বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ক্যাথলিক পুরোহিত ক্যাড রিপারগার দাবি করেছেন যে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি অনেকটাই সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, যা প্রাচীন খ্রিস্টীয় ধর্মগুরুদের লেখায় উল্লেখ ছিল। তিনি এই মন্তব্য করেন জনপ্রিয় পডকাস্টে। রিপারগারের মতে, অ্যান্টিক্রাইস্ট এমন একজন নেতা হবেন যিনি নিজেকে মানবতার ত্রাতা হিসেবে উপস্থাপন করবেন। তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন, যার ফলে বহু মানুষ সহজেই তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে। কিন্তু বাস্তবে তিনি মানুষের বিশ্বাসকে দুর্বল করার চেষ্টা করবেন।এই ধারণার অন্যতম ভিত্তি হল খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ বুক অফ রিভিলেশন। এই গ্রন্থে তবিস্টের চিহ্নদ নামে একটি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। বিশ্বাস করা হয়, এই ব্যবস্থায় এমন একটি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে যেখানে নির্দিষ্ট চিহ্ন ছাড়া কেউ কিছু কিনতে বা বিক্রি করতে পারবে না।রিপারগার মনে করেন, আধুনিক

বিশ্বের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এই ধরনের ব্যবস্থার জন্য ভূমি প্রস্তুত করছে। ডিজিটাল মুদ্রা ও কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, যেখানে কিছু শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশ্ব অর্থনীতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।তিনি আরও বলেন, অ্যান্টিক্রাইস্টের আবির্ভাব ঘটবে এমন এক সময়ে যখন বিশ্বে নৈতিকতার অবক্ষয় চরমে পৌঁছাবে। তার মতে, গত শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এই অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মানুষ ধীরে ধীরে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।রিপারগারের বক্তব্য অনুযায়ী, এই নৈতিক পতনই ভবিষ্যতে অ্যান্টিক্রাইস্টের উত্থানের পথ সহজ করে দিতে পারে। তিনি শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে নয়, বরং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেই বিশ্বকে প্রভাবিত করবেন।খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, অ্যান্টিক্রাইস্টের পেছনে শয়তানের প্রভাব থাকবে এবং তিনি বিশ্বাসীদের ওপর নির্যাতন চালাতে পারেন। অনেক মানুষ তার কথায় বিশ্বাস করে তার অনুসারী হয়ে পড়বে বলেও আশঙ্কা করা হয়।তবে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বে এটাও বলা হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত অ্যান্টিক্রাইস্ট পরাজিত হবেন। ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজিত করা হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী ধর্মীয় বিশ্বাস ও ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে। অনেকেই এটিকে প্রতীকী বা আধ্যাত্মিক ধারণা হিসেবে দেখেন, আবার কেউ কেউ বর্তমান বিশ্বের ঘটনাবলির সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন।তবে বাস্তবতা যাই হোক না কেন, এই আলোচনা আবারও দেখিয়ে দিচ্ছে যে ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণী ও আধুনিক বিশ্বের ঘটনাবলি অনেক সময় মানুষের কৌতূহল ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে।

এই নিয়ম মানলেই এক ঘুমে হবে সকাল

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ব্যস্ত জীবনে দিনের শেষে অনেকেরই মাথায় ঘুরতে থাকে নানা চিন্তা। কাজের চাপ, দায়িত্ব বা উদ্বেগের কারণে অনেক সময় ঘুম আসতে চায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুমানোর আগে কিছু সহজ অভ্যাস বা ‘নাইট রিচুয়াল’ মেনে চললে মন অনেক শান্ত হয় এবং ভাল ঘুম আসে। এমনই ছয়টি অভ্যাসের বিষয়ে জেনে নেওয়া যাক-

ঘুমানোর আগে পা ধোওয়াঃ সারাদিন বাইরে থাকার পর পা ধুয়ে নিলে শরীর কিছুটা আরাম পায় এবং মনও শান্ত হয়। প্রাচীন সংস্কৃতিতে এই অভ্যাসকে আরাম ও বিশ্রামের একটি সহজ উপায় হিসেবে ধরা হয়।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশঃ ঘুমানোর আগে দিনের ভাল ঘটনাগুলো মনে করা বা নিজের জীবনের জন্য কৃতজ্ঞতা

জানানো মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এতে নেতিবাচক চিন্তা কমে এবং মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে।

শান্ত মন্ত্র বা ইতিবাচক বাক্য জপঃ অনেকেই মনে করেন, মন্ত্র বা ইতিবাচক বাক্য বারবার বললে মন একাগ্র হয় এবং উদ্বেগ কমে যায়। এতে ঘুমের আগে মানসিক স্থিরতা তৈরি হয়।

১০ মিনিট ধ্যানঃ বিশেষজ্ঞদের মতে, অল্প সময়ের ধ্যানও মনকে অনেক শান্ত করতে পারে। ধ্যান করলে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয় এবং দিনের ক্লান্তি ও উদ্বেগ ধীরে ধীরে কমে।

ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বই পড়াঃ অনেকের ক্ষেত্রে ঘুমানোর আগে এমন বই পড়লে মন অন্যদিকে চলে যায় এবং অপ্রয়োজনীয় চিন্তা কমে। এতে মনের মধ্যে ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি হয়।

হনুমান চালিসা বা প্রার্থনা করাঃ কথিত রয়েছে, প্রার্থনা করলে মন শান্ত হয় এবং নেতিবাচক ভাবনা দূরে সরে যায়। এতে ঘুমের আগে মানসিক প্রশান্তি তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলো নিয়মিত করলে মানসিক চাপ কমে, মন শান্ত থাকে এবং ভাল ঘুম আসতে সাহায্য করে। তাই প্রতিদিন ঘুমানোর আগে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে এই ধরনের অভ্যাস করলে শরীর ও মন দুইই চাপমুক্ত থাকতে পারে।

একবার টিপলেই মৃত্যু

বাজারে চলে এল ‘মৃত্যু মেশিন’!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সুইজারল্যান্ডে বিতর্কিত ‘সুইসাইড পড’ ব্যবহার করে আত্মহত্যা করলেন যুক্তরাষ্ট্রের এক ৬৪ বছরের মহিলা। একটি জঙ্গলের নির্জন স্থানে বসানো ছিল ওই ক্যাপসুল আকৃতির যন্ত্রটি। মৃত্যুর আগে যন্ত্রটির স্বয়ংক্রিয় ভয়েস সিস্টেম তাকে শেষবার জিজ্ঞেস করেছিল;আপনি কি সত্যিই মরতে চান? যদি চান, তবে বোতামটি চাপুন। তারপরই তিনি বোতামটি চাপেন। ঘটনাটি নতুন করে আন্তর্জাতিক স্তরে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কারণ, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের মৃত্যু ঘটানোকে ঘিরে আইনি ও নৈতিক প্রশ্ন ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।এই যন্ত্রটির নাম (থন্ত্বদ্র স্ক্ষ্হ্বত্র দ্মদ্রত্ব। ‘সার্কোফেগাস’ শব্দ থেকে নামটি নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ কফিন। এটি মূলত একটি মানবদেহের আকারের ক্যাপসুল, যার ভেতরে ঢুকে একজন ব্যক্তি নিজেই নিজের মৃত্যুর প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন। এই পডটির নকশা তৈরি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসক এবং সহায়তাপ্রাপ্ত মৃত্যুর অধিকার আন্দোলনের অন্যতম মুখ ফিলিপ নিৎসকে। ১৯৯০-এর দশক থেকেই তিনি ইউথেনেশিয়া বা সহায়তাপ্রাপ্ত মৃত্যুর পক্ষে আন্দোলন করে আসছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। সার্কো পডের কাজের পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সহজ কিন্তু অত্যন্ত বিতর্কিত।

প্রথমে যে ব্যক্তি এটি ব্যবহার করতে চান তাকে মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা সাইকিয়াট্রিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অনুমোদন পেলে তিনি ক্যাপসুলটির ভিতরে প্রবেশ করেন এবং ঢাকনাটি বন্ধ করেন। তারপর যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছু প্রশ্ন করে;ব্যবহারকারীর পরিচয়, সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি যাচাই করতে। সবকিছু নিশ্চিত হওয়ার পর ব্যবহারকারী একটি বোতাম চাপলে ভেতরে থাকা তরল নাইট্রোজেন থেকে গ্যাস বের হতে শুরু করে।এই গ্যাস খুব দ্রুত ক্যাপসুলের ভিতরের অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। সাধারণত বাতাসে অক্সিজেন থাকে প্রায় ২১ শতাংশ। সার্কো পডে বোতাম চাপার পর মাত্র ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে তা কমে প্রায় ০.০৫ শতাংশে নেমে আসে। এর ফলে মানুষ দ্রুত অচেতন হয়ে যায় এবং প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। যন্ত্রটির ভেতরে একটি জরুরি ‘এমারজেন্সি এক্সিট’ বোতামও রাখা থাকে, যাতে শেষ মুহূর্তে চাইলে ব্যবহারকারী প্রক্রিয়া থামাতে পারেন। আরও একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো;মৃত্যুর পর ক্যাপসুলটি যন্ত্রের বেস থেকে আলাদা করে সরাসরি কফিন হিসেবে ব্যবহার করা যায়।এই প্রকল্পটি তৈরি করতে প্রায় ১২ বছর সময় লেগেছে এবং গবেষণা ও উন্নয়নে খরচ হয়েছে প্রায় ৬.৫ লক্ষ ইউরো। নেদারল্যান্ডসে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করা হয়। যদিও পডটি তৈরি করতে বিপুল খরচ হয়েছে, ব্যবহারকারীর জন্য খরচ খুবই কম। নাইট্রোজেন গ্যাসের জন্য মাত্র ১৮ সুইস ফ্রাঁ দিতে হয়।এই ঘটনার পর আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে সুইজারল্যান্ডের ইউথেনেশিয়া আইন। দেশটিতে সরাসরি সক্রিয় ইউথেনেশিয়া বা কাউকে হত্যা করে মৃত্যু ঘটানো বেআইনি। তবে সহায়তাপ্রাপ্ত আত্মহত্যা বহু দশক ধরেই নির্দিষ্ট শর্তে অনুমোদিত। আইনের মূল শর্ত হলো;যে ব্যক্তি সহায়তা করছেন, তার যেন ওই মৃত্যুর সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকে। তবুও নতুন এই পড প্রযুক্তি সেই আইনি কাঠামোর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার দিনই সুইজারল্যান্ডের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বলেন, সার্কো পড এখনও আইনি স্বীকৃতি পায়নি। ফলে এর ব্যবহার নিয়ে সরকার নতুন করে আলোচনা শুরু করতে পারে।সহায়তাপ্রাপ্ত মৃত্যুর অনুমতি থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই সুইজারল্যান্ডকে অনেকেই তডেথ ট্যুরিজমদ-এর কেন্দ্র বলে থাকেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ সেখানে গিয়ে নিজেদের জীবনের ইতি টানার আইনি সুযোগ খোঁজেন। সার্কো পডের মতো নতুন প্রযুক্তি সেই প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ।সমর্থকদের মতে, এই প্রযুক্তি মানুষের নিজের জীবনের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু সমালোচকদের দাবি, এটি আত্মহত্যাকে প্রযুক্তিগতভাবে সহজ করে দিয়ে সমাজে বিপজ্জনক বার্তা দিতে পারে। ফলে একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, অন্যদিকে নৈতিকতা ও আইনের সীমারেখা;এই দুইয়ের টানাপোড়েনেই এখন বিশ্বজুড়ে ইউথেনেশিয়া বিতর্ক আবারও নতুন করে সামনে এসেছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/13/2026 1:45 PM Page 4

বুকিং সমস্যায় গ্যাস সঙ্কট, লাইনে দাঁড়িয়ে ভোগান্তি

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ আজও সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের সামনে গ্রাহকদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকেই সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্যাস নেওয়ার আশায় লাইনে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু সমস্যার শেষ নেই;বুকিং করার জন্য প্রয়োজনীয় ওটিপি অনেকের মোবাইলে পৌঁছাচ্ছে না। ফলে অনলাইনে বা মোবাইলের মাধ্যমে গ্যাস বুকিং করতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।জলপাইগুড়ি শহরের মিউনিসিপালিটি মার্কেট সংলগ্ন একটি গ্যাসের দোকানে ঝুলছে নোটিশ ১৩ তারিখ গ্যাস নেই। এই নোটিশ দেখেই উদ্বেগ আরও বাড়ছে গ্রাহকদের মধ্যে। অনেকেই জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরেই গ্যাস সরবরাহ অনিয়মিত চলছে। কেউ কেউ বুকিং করেও সময়মতো সিলিন্ডার পাচ্ছেন না।এদিকে সকাল থেকে দোকানের সামনে ভিড় জমিয়েছেন বহু মানুষ। কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন, আবার কেউ বুকিং সমস্যার সমাধান খুঁজতে দোকানের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন। তবে এখনও পর্যন্ত সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান মেলেনি বলে অভিযোগ।এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি তুলেছেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দারা।

ঝড়-শিলাবৃষ্টির তাণ্ডব ডুয়ার্সে, ক্ষতিগ্রস্ত ফসল ও বহু পরিবার

নয়া জামানা জলপাইগুড়ি ঃ ডুয়ার্স জুড়ে প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর সামনে এসেছে। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ও ধূপগুড়ি ব্লকের একাধিক এলাকায় এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ডুয়ার্সের দুরামারি এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। প্রকৃতির তাণ্ডবে কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে এই অঞ্চল। স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটা নাগাদ হঠাৎ করেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় প্রবল ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। টানা প্রায় রাত নটা পর্যন্ত চলে এই ঝড়-বৃষ্টি। ঝড়ো হাওয়ার তীব্রতা এতটাই ছিল যে বহু কাঁচা ও টিনের ঘরের চাল উড়ে যায় এবং অনেক বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।প্রবল ঝড়ে বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তায়, ফলে বহু গ্রামীণ সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। কোথাও কোথাও রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে গাছ সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেছেন। এছাড়াও ঝড়ের তাণ্ডবে বিদ্যুতের খুঁটি ও তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় একাধিক এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন এলাকার কৃষকেরা। শিলাবৃষ্টি ও টানা বৃষ্টির ফলে বিঘার পর বিঘা কৃষিজমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। আলু, শিম, মটরশুঁটির মতো শীতকালীন সবজির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে করে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। শুধু ফসল নয়, বহু পরিবারের ঘরবাড়িও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোথাও বাড়ির ওপর বড় গাছ ভেঙে পড়েছে, কোথাও আবার ঝড়ের দাপটে টিনের চাল উড়ে গিয়ে পড়েছে অন্যত্র। দুরামারি ও আশপাশের এলাকায় একাধিক পরিবার অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন।এলাকার তৃণমূল নেতা জিয়ারুল হক জানান, সকাল থেকেই তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে রয়েছেন। তিনি বলেন, সকাল থেকেই আমি মানুষের পাশে রয়েছি এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য কীভাবে দ্রুত ক্ষতিপূরণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছি। যত দ্রুত সম্ভব মানুষের থাকার ব্যবস্থা ও খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দা রবি রায় জানান, ঝড়ে তার ঘরের টিনের চাল সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। তিনি বলেন, আমাদের এখন থাকার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। ঘরের চাল উড়ে যাওয়ায় পরিবার নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছি। আর এক বাসিন্দা দীপা রায় জানান, তিনি তার সন্তানদের নিয়ে অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন। ঝড়ের সময় তার বাড়ির পাশে একটি বিশাল গাছ ভেঙে পড়ে এবং অল্পের জন্য তা তার সন্তানের ওপর পড়া থেকে রক্ষা পায়। দীপার কথায়, সবকিছুই প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। স্বামী দিনমজুরের কাজ করেন, সেও বাড়িতে ছিল না। এখন কীভাবে সব সামলাব বুঝতে পারছি না। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তথা কংগ্রেস নেতা আফিজুর রহমান বলেন, এটা সত্যিই খুব মর্মান্তিক ও দুঃখজনক একটি ঘটনা। তবে প্রকৃতির সঙ্গে তো কেউ পাল্লা দিতে পারে না। আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান। আমরাও এলাকার মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি। অন্যদিকে তৃণমূলের বানারহাট ব্লকের ব্লক সভাপতি সন্দীপ ছেত্রী জানান, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে রয়েছেন।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই বিডিও সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা যত দ্রুত সম্ভব মানুষের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি। হয়তো ১০০ শতাংশ সমাধান একসঙ্গে সম্ভব নয়, তবে অন্তত ৯০ শতাংশ সমস্যার দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা থাকবে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে ত্রিপল ও শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় যদিও বড় কোনো প্রাণহানির খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে বহু পরিবার আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটিয়েছেন।

এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ঘটনার বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত সরকারি সাহায্যের আশায় প্রহর গুনছেন।

ডিএ বকেয়া ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে ধর্মঘট, সরকারি দফতরের সামনে পিকেটিং

নয়া জামানা ঃ বকেয়া ডিএ ইস্যুতে শুক্রবার গোটা রাজ্য জুড়েই সরকারি কর্মচারীদের ডাকা ধর্মঘট ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। বিভিন্ন সরকারি অফিস, স্কুল ও কলেজের সামনে সকাল থেকেই পিকেটিং শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সারাদিন ধরেই এই অবস্থান কর্মসূচি চলবে এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় ইতিবাচক সাড়া মিলছে।সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পাশাপাশি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদ এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

আগেই তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, দাবি না মানা হলে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর ও আদালতের কাজ অচল করে দেওয়া হবে। মূল দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকারের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে।কর্মচারী সংগঠনগুলির অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত বকেয়া ডিএ মেটানোর বিষয়ে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করেনি। সেই প্রতিবাদেই ১৩ মার্চ রাজ্যজুড়ে পূর্ণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠন গুলি।

অন্যদিকে ধর্মঘটকে ঘিরে বরাবরের মতোই কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার অর্থ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ধর্মঘটের দিনে রাজ্য সরকারি ও সরকার অধীনস্থ দফতরগুলিতে পূর্ণ বা অর্ধদিবস ছুটির সমস্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড় রাখা হয়েছে। যেমন মেডিক্যাল লিভ, চাইল্ড কেয়ার লিভ, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং আর্নড লিভ গ্রহণ করা যাবে। এই তালিকার বাইরে ছুটি নিলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর কাছে শোকজ করা হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক না হলে একদিনের বেতন কাটা যেতে পারে।

এমনকি জবাবদিহি এড়ালে সেই দিনটিকে 'নন ডাইস' হিসেবে গণ্য করা হতে পারে। এদিকে কর্মচারী সংগঠনগুলির দাবি, রাজ্যে প্রায় ছয় লক্ষ শূন্যপদ রয়েছে এবং স্থায়ী পদের বদলে অস্থায়ী নিয়োগ চলছে। তারা স্বচ্ছ নিয়োগের পাশাপাশি স্থায়ী কর্মচারীদের ডিএ ও পেনশনভোগীদের ডিয়ারনেস লিভ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট কর্মী সংগঠন, বিজেপি, বামফ্রন্ট এবং একাধিক কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন।

বিজেপির ব্রিগেড সমাবেশ, ধুপগুড়ি থেকে শিয়ালদা স্পেশাল ট্রেন

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ রাত পোহালেই ব্রিগেড সমাবেশ। কলকাতার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের কাতারে কাতারে ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিভিন্ন স্টেশন গুলিতে। বিজেপির তরফে উত্তরবঙ্গের ধুপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে ধুপগুড়ি শিয়ালদা স্পেশাল একটি ট্রেন দেওয়া হয়। যেখানে শুধুমাত্র ধুপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট আটটি স্লিপার বগি, যার মধ্যে দুটো মহিলা স্পেশাল ও ছয়টি পুরুষ স্পেশাল বগি দেওয়া হয়। এদিন সকাল থেকেই ধুপগুড়ি স্টেশন চত্বর জনসমাগমে ভর্তি ছিল। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা স্টেশন চত্বরের ভিতরে এই স্পেশাল ট্রেনের পাইলট ও লোকো পাইলটকে প্রথমে সংবর্ধনা দেয় পরবর্তীতে ধুপগুড়ি স্টেশন মাস্টারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর ট্রেনের ইঞ্জিনে চালকের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধার সমেত পূজা দেওয়ার পরে সকাল ১১ টা নাগাদ এই ট্রেন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। প্রত্যেকের মুখেই শুধুমাত্র জয় শ্রীরাম স্লোগান। দলীয় কর্মকর্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, ধুপগুড়ি থেকে শিয়ালদা এই যাত্রা কোন কর্মী সমর্থকের পুনরূপ অসুবিধা হবে না। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা বসার ব্যবস্থা শোয়ার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে বিজেপির তরফে।

পুরুলিয়ায় সিল করা দোকান থেকে ৮৭টি বন্দুক উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে সিল করে দেওয়া একটি দোকান থেকে প্রায় ৮৭টি বন্দুক উদ্ধার করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এদিন সকালে শহরের দশেরবাঁধ মোড় এলাকায় অবস্থিত 'পুরুলিয়া গান হাউস' নামের ওই দোকানে হানা দেয় এসটিএফের একটি দল। দোকানটি ঘিরে রেখে তল্লাশি চালানোর পরই বন্দুকগুলি উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম এই দোকানে হানা দিয়েছিল এসটিএফ। সেই সময় অভিযোগ ওঠে যে দোকান থেকে বেশ কয়েকটি বন্দুক অবৈধভাবে বিক্রি করা হয়েছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে তখন দোকানের মহিলা মালিকসহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে ওই মহিলা মালিক জেল হেফাজতেই রয়েছেন।পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, কলকাতার একটি বহুতলে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনার তদন্ত করতে গিয়েই এসটিএফের হাতে আসে এই দোকানের যোগসূত্র। সেই সূত্র ধরে দোকানের মালিককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দোকানটি সিল করে দেওয়া হয়। এরপর থেকে দোকানটি বন্ধ অবস্থাতেই ছিল। বৃহস্পতিবার সকালে ফের এসটিএফের একটি দল ওই এলাকায় গিয়ে দোকানটি খুলে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় দোকানের ভেতর থেকে মোট ৮৭টি বন্দুক উদ্ধার করা হয় এবং সেগুলি নিজেদের হেফাজতে নেয় এসটিএফ।. এক বৃদ্ধা জানান, পুলিশ এসে দোকান খুলে বন্দুকগুলি নিয়ে গিয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/13/2026 1:45 PM Page 5

পলাশ রাঙা পাহাড়ের কোলে

ঘুরে আসুন বাঁকুড়ার বিহারীনাথ পাহাড়ের কোলে

আপনি যদি প্রকৃতিপ্রেমিক হন অথবা ছবি তুলতে ভালোবাসেন, তাহলে চলুন পলাশের বনে। লালপাহাড়ের দেশ বাঁকুড়ার বিহারীনাথ পাহাড়-এর কোলে। বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই পলাশবন। এটি ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। সমতল থেকে এই অঞ্চলের উচ্চতা ৪৪৮ মিটার। ঘন সবুজের বনে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জৈন ধর্মের নিদর্শন।

এই সময় বনটির এক অন্য রূপ ধরা পড়ে। সবুজের সঙ্গে মিশে আছে লালের বাহার। শরৎ ও বসন্তকালে শিমুল, পলাশ ও কাশবনে ঘেরা জঙ্গল এক অন্য রূপ নেয়। নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অন্য মাত্রা যোগ করে বয়ে চলা দামদর নদ। বর্ষায় এর রূপ ভয়াবহ হলেও বসন্তে সে যেন ক্লান্ত দুপুরে গান গেয়ে যাওয়া পাখির মত। আপন মনে অলস স্রোতে বয়ে যায় তার জল।

পায়ে হেঁটে বিহারীনাথ পাহাড়ের দিকে হেঁটে গেলেই দেখা মিলবে হাজার রকমের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের। পাহাড়ের উপরে থাকা প্রাচীন শিবের মন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলাও বসে আর ভক্তসমাগমও হয়।পলাশবন একটি সুশৃঙ্খল পর্যটন গন্তব্য। বনে চলার পথে দেখা পেতে পারেন শেয়াল, খরগোশ, বন্য শুকর, বনরুই, হায়না, গিরগিটি। কখ নো আবার রঙিন পাখির দল তাদের লেজ ঝুলিয়ে গান শুনিয়ে যাবে চলার পথে। পায়ে হেঁটে বিহারীনাথ পাহাড়ের দিকে হেঁটে গেলেই দেখা মিলবে হাজার রকমের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের। পাহাড়ের উপরে থাকা প্রাচীন শিবের মন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলাও বসে আর ভক্তসমাগমও হয়।বিহারীনাথ ধাম নামেই এই মন্দির প্রসিদ্ধ। মন্দির সংলগ্ন পুকুরটিকে স্থানীয় মানুষ অত্যন্ত পবিত্র বলেই মনে করেন। মন্দিরের পাশের রাঙ্খ স্তা ধরে এগোলেই আছে এক বিশাল দীঘি , যা রুক্ষ ভূমির বুকে যেন এক টুকরো ওয়েসিস। কাছেই আছে আদিবাসী গ্রাম পাহারবেড়া। পরিচ্ছন্ন গ্রামের বাড়ির মাটির দেওয়ালের আলপনা গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির এক অনবদ্য পরিচয়। ঘুরে আসতে পারেন সাঁওতাল গ্রাম কুলাবহাল। ছোট্ট গ্রাম। মাটির বাড়ির দেওয়ালে এখানেও আছে হাতে আঁকা আলপনা, যা স্বশিক্ষিত শিল্পধারার এক আশ্চর্য নিদর্শন। ভোরের ঠান্ডা বাতাসে নির্জন রাস্তায় হাঁটতে যাওয়া। সন্ধ্যায় নক্ষত্র,খচিত আকাশ হাজারো তারাদের মেলা। তবে ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসে এই অঞ্চল সেজে ওঠে লাল পলাশ ফুলে।

কীভাবে যাবেন? বিহারীনাথ পাহাড়ে যাওয়ার জন্য আপনি ট্রেন বা নিজস্ব গাড়িতেও যেতে পারেন। গাড়িতে গেলে মুকুন্দপুর থেকে মধুকুন্ডু রোড ধরে এগিয়ে যেতে হবে। রানিগঞ্জ স্টেশন থেকে গাড়ি নিয়ে বা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে রানিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিকে ডানদিকে রেখে একটু এগিয়ে গেলেই শালতোড় , মেজিয়া রোড। তাকে পেছনে ফেলে ডানদিকে ঘুরলেই লাল দিগন্ত।

কোথায় থাকবেন? একদিনের জন্য ঘুরতে যেতে পারেন। বাঁকুড়া থেকে গাড়ি করে যেতে পারেন পলাশবন। এছাড়া দুদিন থাকার জন্য সম্বল বিহারীনাথ রিসর্ট। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

আপনি যদি প্রকৃতিপ্রেমিক হন অথবা ছবি তুলতে ভালোবাসেন, তাহলে চলুন পলাশের বনে। লালপাহাড়ের দেশ বাঁকুড়ার বিহারীনাথ পাহাড়-এর কোলে। বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই পলাশবন। এটি ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। সমতল থেকে এই অঞ্চলের উচ্চতা ৪৪৮ মিটার। ঘন সবুজের বনে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জৈন ধর্মের নিদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।